KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ~~২৬৫~~ ২৬২বি/১ রাসবিহারী এভিনিউ সার্ক - ২, কলকাতা - ৭০০
Collection : KLMLGK	Publisher : মেহবুবা মুখোপাধ্যায়
Title : অনার্য সাহিত্য (ANARJYO SHITYA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 1 2 3 4 5	Year of Publication : Summer 1997 Aug 1997 Dec 1997 Dec 1998-99 May 1999
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : ?	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অনার্য সাহিত্য

স্বাধীন লেখকদের প্রমুক্ত উচ্চারণ

কবিতা ঃ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, প্রভাত চৌধুরী, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, কমল চক্রবর্তী, অনন্ত দাশ, সুব্রত রুদ্র, নির্মল বসাক, নির্মল হালদার, তপনকুমার মাইতি, শুভব্রত চক্রবর্তী, কাজল চক্রবর্তী, শঙ্করনাথ চক্রবর্তী, অমর চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন হীরা, প্রবালকুমার বসু, অলোক বিশ্বাস, শর্মিষ্ঠা দত্ত, রামকিশোর ভট্টাচার্য, সুকুমার চৌধুরী, অমলেন্দু চক্রবর্তী, বিজয় কুমার দত্ত, অনির্বান চট্টোপাধ্যায়, উৎপল চক্রবর্তী, মারুফ আহমেদ পলাশ, বিপুল আচার্য, তপোন দাশ, অমলেন্দু বিশ্বাস. স্বপ্না ঘোষ

গল্প ঃ অতীন্দ্রিয় পাঠক

কাব্যপরিক্রমা ঃ সমীর চট্টোপাধ্যায়

দীর্ঘ কবিতা ঃ শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

চতুর্দশ বর্ষ
নবপর্যায়. # পাঁচ
পঁচিশে বৈশাখ ১৪০৬

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অনার্য সাহিত্য
নবপর্যায় # পাঁচ ।। বৈশাখ, ১৪০৬

কথা ঃ

বাংলায় কবিতা স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক। শত শত বছর ধরে প্রাণবন্ত এখানে কবিতা রচনার, কাব্যসাধনার ধারা। সেই বহমানতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, সেই কাব্যের সর্বব্যাপ্তি, সেই কবিতার প্রমূর্ত বিলাস রবীন্দ্রনাথ-এ। তারপরও কবিতার ধারা নিরন্তর, বেগবান এবং সন্ধানী বিভিন্ন বর্ণ, মুদ্রা ও মাত্রার। কবিতার সেই মহোত্তম প্রবাহে সামান্যভাবেও নিজেদের সংসক্ত রাখতে পেরে আমরা ধন্য।

□

কবিতা কেমন হবে, কি হবে তার বিষয় বা নির্মাণকল্প, কেমন হবে তার বিন্যাস ও চরিত্র, কিভাবেই বা অনুধ্যান তার—এ নিয়ে বহু ঋদ্ধ আলোচনা, প্রাজ্ঞ মতামত অব্যাহত আজও। সেই অনুসন্ধান ও আলাপ বাংলা কবিতাকে আরো সুশ্রী, শিলীত, সপ্রাণ করবে সন্দেহ নেই।

□

আমাদের নিজ নিজ পরীক্ষা ও উপলব্ধি যেমন সত্য তেমনই সত্য অন্যদের অনুভবও। শতাব্দীর শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কবিতা নিয়ে বিতর্ক থাকুক, কবিতার চরিত্র কেমন হবে তা নিয়ে তর্ক হোক কিন্তু নিজেদের স্থিতি ও বিশ্বাসকে উন্নত করতে গিয়ে, নিজেদের মতবাদকে শ্রেষ্ঠ প্রমান করতে গিয়ে যেন এই আলোকিত আনন্দমেলায় না-হাজির হয় অসন্তোষ, ও অসূয়া!

□

এ অবসন্ন প্রহরে দাঁড়িয়েও আমরা যে কবিতার জন্য নিবেদিত এ আমাদের অহংকার নয়, হোক নম্র মুগ্ধতা। রবীন্দ্রনাথ, তুমি তো আমাদের চিনিয়েছ উপলব্ধির উদ্যান, তুমি তো শিখিয়েছো সংগীত আমাদের। এ বৈশাখে তোমাকে প্রণাম।।

হাংরী-আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সৈনিক, বিশেষ ঘরাণার গদ্যরীতির স্রষ্টা শ্রী সুভাষ ঘোষের অকালপ্রয়াণে আমরা মর্মাহত। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্নান

মগ মগ জল ঢালি কর্পোরেশনের ঘোলা জল—
ভাবি গঙ্গা নাইছি, ভাবি মন্ত্র ছিটিয়ে পড়ছে
ত্রিবেণীর মাঝস্রোতে দাঁড়িয়ে।
হে হরি, পুণ্ডরীকাক্ষ—জলের চিৎকারে
গলা বুজে যায়, বলা হয় না বাকিটুকু।
মগ মগ উত্তাল জল ঢালি, নাভি ধুয়ে পড়ে জল।
বাহু বুক পাঁজরার হাড়কটা কনকন করছে ঠাণ্ডা স্নানঘরে।
সাড়হারা হয়ে গেল তাপ কালি।
জলপাড়ে গিয়ে লাল ধরে উঠছে পাথর মণিদুটো।
ভাবি কেড়ে-আঙুলটা আমার দাঁতে কেটে জলময়ী
নেমে গেল ফের, ভিজেকাপড়ে হাঁটছে, পায় পায়
ঘাস কাঁটা দিতে থাকে, গরল উগরোয় ব্যাঙ, লতা—
আর আমি জল ঢালি মগে মগে।
ধোঁয়া ধরে ওঠা জল, কর্পোরেশনের ঘোলা জল
ঢালি আর ভাবি গঙ্গা নাইছি, ধুয়ে গেল
পিচ গলা পা দুটো, এই বালিশে ঝলসানো মাথামুখ।
তারা পুড়ে খসে যায় উষার চার দণ্ড আগটাতে।
ফিকে দিয়ে ওঠে লেবুকুঁড়ি।
মগ মগ উত্তাল জল ধোঁয়ার পাক দিয়ে পড়ে অঞ্জলিতে
ত্রিবেণীর মাঝস্রোতে দাঁড়িয়ে।
হে হরি, পুণ্ডরীকাক্ষ—জলের চিৎকারে
গলা বুজে যায়, বলা হয় না বাকিটুকু।
নাভি ধুয়ে পড়ে ঘোলা জল।

সুবিমল মিশ্র এক ব্যতিক্রম ঃ

সুবিমল মিশ্র পাঠ, লেখকের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের অনুসন্ধান, তর্কবির্তক, ক্রমবর্ধমান এক প্রক্রিয়া যা ক্ষুরধার করে লেখকের সঙ্গে পাঠকের প্যারাডক্সিকাল অভিঘাত ও অসন্তোষ।

প্রস্তূয়মান গ্রন্থ ঃ **জুলপিয়া বাবুঘাট**

একটি আন্ডার-গ্রাউন্ড প্রস্তাবনা

ডি-১/২২, শম্পা মির্জা নগর
সরকারী আবাসন, সরকারপুল
দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৭৪৩৩৮২

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মৃত্যুর উদ্দেশ্যে

এবার, তোমার সঙ্গে কতোকাল পরে দেখা হ'লো!
কিরকম দ্রুত সব বদলে যাচ্ছে, বিশেষত মানুষের মুখ—
কেমন নিস্পৃহ, দৃষ্টি ভাবলেশহীন, নিরুৎসুক!
সকলেই যায় দ্রুত পা চালিয়ে, সাবধানে বাঁচিয়ে তার একা,
একার পৃথিবীটুকু; পাছে কেউ প্রশ্ন করে—কেমন আছেন?
এই ভয়ে রাস্তা ছেড়ে গলিপথে তড়িঘড়ি ফিরে যায় বাড়ি।

কে কাকে এখন চেনে? সকলের সঙ্গে আড়াআড়ি
সকলের; মনে হয় — ভিন্ন কোনো গ্রহ থেকে এসেছে
ভ্রমণকারী, বিশেষ অতিথি,
কেউই বোঝেনা কারো ভাষা, নেই মেলামেশা,
সাধারণ রীতি।
দু'বেলা দেখেছে যাকে তার শব এলে
একটু উকি দিয়ে বন্ধ করে ঘরের জানালা;
এ এক কঠিন কাল, টি.ভি-র মস্তিষ্কহীন শব্দরাজি
করে ঝালাপালা।
আমাদের চোখ কান স্নায়ুতন্ত্র দুমড়ে দিয়ে ফাঁকা করে যায়!

কতোকাল পরে আজ দেখা হলো শীতরিক্ত মাঘের সন্ধ্যায়
একটুও বদলাওনি তুমি, প্রথম দিনের মতো
সেরকমই আছো।
সকলের বন্ধু তুমি, অথচ কী ভয় যদি দেখা হয় পাছে?
তোমার সামান্য ছায়া যদি পড়ে জানালার কাচে
দারুণ ভয়ার্ত হয়ে রুঢ় হাতে মুছে দিতে চাই।

আমাদের সকলের বন্ধু, প্রিয়জন,
তবু তুমি তো একাই।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের

নবতম কাব্যগ্রন্থ

বিষ নয়, উঠেছে অমৃত

ইস্ক্রা ❑ ৩০ টাকা

প্রভাত চৌধুরী

মাগুরচাষ সম্পর্কিত রচনা

শিশুউদ্যান বিষয়ক রচনাটি লিখিত হবার পর যেসব বিষয়গুলি নিয়ে লেখা শুরু করতে হয় তার মধ্যে অন্যতম বিষয় হল অগভীর জলে মাগুরচাষ সম্পর্কিত জরুরী নির্দেশনামা। আর আমাদের অজানা নেই যে মাগুরচাষ মানেই একধরনের চৈত্রসকাল যার ভিতর কয়েকটি বিজ্ঞাপনের উজ্জ্বল হোর্ডিং, যেখানে ট্রেনচলাচল সম্পর্কিত সর্বশেষ ঘোষণাটি মুদ্রিত হয় প্রতি প্রহরে, আগে যেমন প্রতি প্রহরে, শেয়াল ডাকতো, এখন আমরা প্রহর থেকে তুলে নিয়েছি যাবতীয় শেয়াল, ঠিক তেমনই ট্রাফিক আইল্যাণ্ড থেকে সরিয়ে নিয়েছি বর্ণভাষা বিষয়ক ২২টি রচনা। এই মাধ্যাকর্ষণময় পৃথিবীতে শূন্যস্থান বলে কোনো অস্তিত্বই যেহেতু থাকা সম্ভব নয়, সেহেতু শেয়ালের পরিবর্তে সোয়েটারের বোতাম কিংবা বর্ণভাষা বিষয়ক রচনাগুলির বিকল্প আস্রপল্লব-কে জায়গা করে দেবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ প্রহর থেকে শেয়ালকে তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে ঢুকে পড়েছে প্রাতঃভ্রমণের লাঠি আর বর্ণভাষা বিষয়ক রচনাগুলির জায়গায় বসে পড়েছে

হৃদয় ও মস্তিষ্কের, বাস্তব ও পরাবাস্তবের,
রূপ ও অরূপের এক অনন্য-সাধারণ সমাহার।।
বাংলা ছোট গল্পের মাইলস্টোন।।
নিপা ঃ একদিন, অন্যসময়
শ্রীধর মুখোপাধ্যায়
গ্রাফিন্তি ❑ ১২ টাকা

কেবল বইটির দাম পাঠালেই ডাকে পাঠানো হবে।
লিখুন অনার্য সাহিত্যের ঠিকানায়।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথকে

১.
বলা হচ্ছে—
আকাশ ভুলে যাও—
বলা হচ্ছে—
বাতাস ভুলে যাও—
বলা হচ্ছে—
নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ভুলে যাও—
বলা হচ্ছে—
নিজেদের ভুলে যাও—
বলা হচ্ছে—
দেশের মানচিত্রটা ভুলে যাও

তোমাকে ভুলে গেলে
কী আর মনে রাখব?

২.
ইদানীং
গান নাকি জীবনের দিকে
মুখ ঘোরাচ্ছে—
ইদানীং
কম্পিউটার নাকি
কবিতা লেখার তোড়জোড় করছে—
ইদানীং
সংবাদপত্র নাকি কবি তৈরি করছে—
ইদানীং
দূরদর্শন নাকি বানানের মাস্টারি করছে—
ইদানীং
সরকার নাকি
সাহিত্য-পুরস্কারের ফিতে হাতে নিয়ে
মাপামাপি করছে—
ইদানীং
রাজনীতি নাকি নীতি বানাচ্ছে
ইদানীং
আমি মূর্খের মত
তোমার ঝরণাতলার নির্জনতা খুঁজছি
আর আমার মাটির কলস ভরে নিতে চাইছি—

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

ম্যাজিকফুল

অনেক রাত জেগে থাকি
অক্ষর ও শব্দের সঙ্গে
উপমা উৎপ্রেক্ষার সঙ্গে
অনেক রাত পর্যন্ত

অনেক রাত পর্যন্ত
শব্দ ও অক্ষরের সঙ্গে
প্রতিমা ও প্রতীকের সঙ্গে

ছায়াবান্ধবীরা আসে
আসে দুঃখিত জেহানাবাদ
ক্ষুধার্ত ফুটপাথ শিশু
অন্তরীক্ষ স্টেশনের ইশারা
অনেক রাত পর্যন্ত

ঘুম আসে না
বিপন্নস্বদেশ মনোহরপুর
আসে কুষ্ঠরোগীর প্রেমিকসন্ন্যাসী
আত্মহত্যার বড়ি

ঘুম আসে না

আমার অক্ষমতার
সাদা কাগজ ছিঁড়তে থাকি
স্থির জানালা গলিয়ে
নিচে অনেক নিচে
আমার অসহায়তার
অজস্র কাগজ কুচি

আমার অসহায়তার
বাতাসে উড়িয়ে দিতে থাকি

ভোরবেলা তাকিয়ে দেখি
খরগোশের মতো চঞ্চল
রাতজল শিউলিফুল

সবুজ ঘাসের উপর

□ □ □

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

হ্যালো ০০০০০০০

হ্যালো...কে....ও তুমি
কিছু না বলেই চলে গেলে কেন....
তোমার চুলের ফিতেটা টেবিলে ঝুলছে
ব্যাগটা আনলায়...বাতাস নাড়িয়ে দিলে...
কিসের শব্দ বাজে...এসব তো আমার জানা নেই...
হ্যালো...আর আসবে না...কেন এলে কি ক্ষতি হয়...
এসেই দেখ না...সমুদ্রে যাবার কথা ছিল...পাহাড়ে...ভুলে গেলে...
হ্যালো...হ্যালো...হ্যালো
হ্যালো...হ্যালো...
হ্যালো...

কমল চক্রবর্ত্তী

সন্ধ্যা পাল

—সন্ধ্যা পাল, বাঙ্গুর কলোনী।
—নম্বর বলুন! পাশে কোন মন্দির বা মসজিদ
কোন এ্যাবরসন কেস, কোন ঝুলন্ত মৃত্যু
কবি বা বাটপার
বলুন! সন্ধ্যার সঙ্গে রিলেসন, খেলাধূলো, কোন মাঠে
কোন তরুতলে, কোন গাঙ, সমুদ্রসমীরে?

এখানে পাঁচজন সন্ধ্যা!
বেঁটে কালো ঢ্যাঙা ও ঝিরঝিরে।
পঞ্চম সন্ধ্যার কথা লোকে বলে, দেখিনি কখনও।
শোনা যায়, নোটজাল করে রোজ হাওয়ায় মিলায়।
অবুঝ নিশুতি রাতে, কখনও বন্যায়
অথবা আকাশ পথে, নেভাতারা মুঠোয় অরূপ।
হয়ত পঞ্চম সন্ধ্যা ফেক। লোকগাথা। কিম্বা জনশ্রুতি।

না, আমার সন্ধ্যা পাল
দৌড় নয়, ছবি নয়, গান, ইতিহাস নয়।
ছোট বাড়ি, পুঁইলতা।
বাবা মা ভাইএর সঙ্গে সমুদ্রে আলাপ।
আস্তে হাসে, নাভি ঢাকা ব্লাউজ, লম্বা হাতা, স্তনের ঠিকানা পিনকোড
ছোট গোল গলা।
হঠাৎ লোডশেডিং হলে মোম জ্বালে।
সমুদ্র-হাওয়ার ছলে আঁচল ছুঁয়েছি। নম্বর জানিনা।

অনেকটা পঞ্চম সন্ধ্যার মত। কিছুটা চতুর্থ, দ্বিতীয়।
আজকে হবেনা। রাত হোল। বসন্তে আসুন।
মেয়েরা মেলায় যাবে। অথবা গভীর রাতে। ঘুমন্ত শরীর
ঠোঁট, মুখের পাউট দেখে বলে দেব,
ঠিক সন্ধ্যা পাল।

অনন্ত দাশ

দগ্ধস্মৃতি

এইভাবে হারিয়ে যাবে কখনো ভাবিনি—

স্বচ্ছ হ্রদের জলে ভেসে উঠছে সময়
নীল চিঠির উচ্ছ্বাস
বালুচরে প্রতিধ্বনি
বশীভূত মন্ত্রের সংলাপ
বৃষ্টিভেজা রাতে
আন-বাড়ি যেতে
প্রতীক্ষার কাঁটা যেন ঘুরতে চায়না

তিন তিনটে যুগের পরে
তিনস্তর বালির নীচে
দিনগুলো ঘুমিয়ে আছে
তবে কেন ফের জেগে ওঠা
কেন সেই রাতপাখি ডাকে তীক্ষ্ণস্বরে
গভীর বিষাদ নিয়ে ভাঙে স্মৃতিঘুম !

এখন বশ্যতা নেই
যাদুমন্ত্রও নেই
আছে শুধু দগ্ধস্মৃতি ঘন দীর্ঘশ্বাস
শীতের সন্ধ্যার মত কুয়াশা মলিন—

বহুপ্রতিক্ষিত এক কাব্যগ্রন্থ
প্রকাশের পথে

জিরাফ পুরাণ

(দীর্ঘ কবিতা সংকলন)
শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

নির্মল বসাক

ছায়াসীতা

তিনি যেখানে আরম্ভ করেছিলেন, সে সেখানে এসে শেষ করলো.....
কী ছিলো না তার ?

হাতীশালে হাতী, আস্তাবলে ঘোড়া, দুগ্ধবতী গাভী....
হাত-আয়না, অয়েল পেন্টিং থেকে পিয়ানো বাদন,
বাথ টাব, এ্যাটাস্ড মার্বেল রক, বাতায়নে মার্চপাস্ট
ভীষণ অগুরু তাকে ধনী করেছিলো,
রূপ, তীক্ষ্ণ তীরের মতো বিঁধেছিলো দেহে।

পবিত্র স্নানের শেষে ধনুকে ধনুকে ছিলাটান—
বিকচমুখ অন্তঃমিল তার
নির্জনে, সম্যক পুরুষ ছিলো কি দেখার ?

তিনিও মাটির বুকে, তিনিও আগুনে—
টানেলে জলের শব, রাত্রি নিশুতি ভেসে যায়....

নির্মল হালদার

তৃষ্ণা

কোথায় যে কোকিল ডাকে
কোথায় যে তুমি
মেঘ চ'লেছে কোথায় যে চ'লেছে
শিশুরা হাসতে হাসতে চ'লে যায়
হাসি যে কোথায় রাখি

দূরে, অনেকদূরে শিশুগাছ
মহুলের পাতা
উড়ে যাওয়া বকের ছবি
একটি পালকও কুড়িয়ে পাইনি

আমার নিঃশ্বাস শুষে নিতে পারে
এক ফোঁটা জল
তুমি যদি রেখে যাও
তোমার সঞ্চিত পানি

ছোট গল্প

অতীন্দ্রিয় পাঠক

আলাদা আলাদা পৃথিবী

তখনো ভোর হয়নি। আলো-অন্ধকার। অলৌকিক পথটা সামনে চলেছে বহুদূর পর্যন্ত। তার ইশারায় অনিন্দ্য হাঁটছে। ঠাণ্ডা হাওয়া, অল্প আলো, অন্ধকার মিশে আছে তার সঙ্গে, সারাদিনের কাজকর্মের হাল্কা চাপ মনের ভেতর, এইসব সঙ্গী করে অনিন্দ্য হেঁটে চলেছে, এখন একা, অন্য কোনো মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা নেই, কোনো ভাবনা প্ররোচিত করছে না, নির্ভয় হাঁটছে সে।

সবিতা বিছানায় ঘুমোচ্ছে। জানে, অনিন্দ্য বিছানায় নেই, অন্য পৃথিবীতে। মশারীর ভেতরে ওর এখন নিজস্ব পৃথিবী। নানা ব্যস্ততায় এরপর চঞ্চল হবে। ওঠার আগে হাল্কা প্লবতায়, ভেসে থাকতে চায়। স্বপ্ন প্রায়ই সঙ্গী হয়, যে পৃথিবীকে চেয়েছিল, পায় নি, স্বপ্ন তাকে সেই পৃথিবীর সন্ধান দিতে পারে। হয়তো সেই পৃথিবী নিজেই সৃষ্টি করবে, না পাওয়াকে এইভাবে পেয়ে ব্যর্থতাকে অতিক্রম করতে চায়। ঘুম ভাঙ্গছে, তবু যেন ভাঙ্গছে না, এই ভালোলাগাটুকু মনের ভিতর জাগিয়ে রেখে শুয়ে আছে সবিতা।

কৌশিকও ঘুমিয়ে আছে। অন্য বিছানায়। তার ঘুম গভীর, ভালো লাগছে কি লাগছে না, এমন কোনো ভাবনা নেই। ঘুম থেকে উঠে চাকরির ইন্টারভিয়্যুতে যেতে হবে, এই ভাবনা কাল রাত পর্যন্ত ছিল, এখন কোথায় যে তলিয়ে আছে, ঘুম থেকে উঠলেই হয়তো দানা বেঁধে তাকে তীব্র আচ্ছন্ন করবে। তবু এই না-অবস্থানে থেকে ঘুমিয়েই চলেছে কৌশিক। একই বাড়ির ভেতরে এই তিনজন অথচ প্রত্যেকে যে যার নিজস্ব পৃথিবীতে বাস করে।

অনিন্দ্য যখন সকালের হাঁটা শেষ করে বাড়ি ফিরল, সবিতা ঘুম থেকে উঠে পড়েছে, দৌড়োদৌড়ি চলছে। কৌশিকের ঘুম ভেঙ্গেছে তবু শুয়ে শুয়েই এপাশ ওপাশ করছে। এই সময় তিনটে পৃথিবী এক পৃথিবীর ভেতরে ঢুকে পড়ে। অনিন্দ্য সোফায় বসে জুতো খুলে খবরের কাগজটা হাতে নিয়েই চিৎকার করে, কই, চা কই? লাটসাহেবের দেখছি এখনো ঘুম ভাঙ্গে নি। সবিতা উত্তর দেয়, কণ্ঠস্বরে তিক্ততা, সকালবেলায় এত তাড়া দিয়ো না তো বাপু। চায়ের জল চড়াচ্ছি, কাজের লোককে জোগান দিতে দিতে দম বেরিয়ে যাচ্ছে। এই কুণ্ড, পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস, সুখে দিন কাটছে মহারাজের। আজ তোর ইন্টারভিয়্যু না? কোন হুঁশ আছে ছেলের? আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে কৌশিক প্রায় চিৎকার করে, সকালবেলায় তোমরা কি সুরু করলে বল দেখি? ইন্টারভিয়্যু আমি দেব, তোমরা তো দেবে না। আর দিয়েই বা কী হবে, চাকরি, কোথাও আছে নাকি? তারপর সংলাপগুলি কোলাজের ভেতর চলে যায়।

এখন শুধুই দৃশ্য, মাঝে মাঝে টুকরো সংলাপ।

অনিন্দ্য বাথরুমে ঢুকবে, কৌশিককে থামিয়ে বলল, দাঁড়া, পাঁচ মিনিটে সেরে আসছি। মিটিং আছে, তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। তোমার পাঁচ মিনিট মানে তো জানি, তাড়াতাড়ি করবে আমাকেও বেরোতে হবে। খবরের কাগজ নিয়ে বসল কৌশিক। সবিতা ভাত বসিয়েছে, পাশে তরকারী কুটছে, সাবানের প্যাকেটটা নিয়ে ছুটে কলতলায় গেল, —মালতী, এই নে সাবানটা ধর, ঘরটা যা মুছেছিস, আবার মুছতে হবে বলে দিলাম। কাপড়গুলো একটু ঘসিস, যে ময়লা সে ময়লাই থাকে, তোদের সঙ্গে টিকটিক

করে, বিরক্তি ধরে গেল। ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে ফ্যান ঝরাতে উপুড় ক'রে, কড়াইটা বসিয়ে তাতে তেল ঢেলে ডাইনিং টেবিল মুছল, কলতলায় গিয়ে, —মালতী জামাকাপড়গুলো ভালো করে চিপিস, জল পড়ে বারান্দাটা গেল। ফ্রিজ থেকে মাছ বার করে রেখেছিল, গরম তেলে মাছগুলি ছেড়ে দিল। কৌশিক বলে উঠল, কি হল বাবা, পনের মিনিট হল। বাথরুমের দরজা খুলে মাথা মুছতে মুছতে অনিন্দ্য, এত তাড়া দিস কেন, তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে বাথরুম সেরে নিলেই তো পারিস। রোজ সেই এক কথা, বলতে বলতে কৌশিক বাথরুমে ঢুকে পড়ল। খাবারটা দিয়ে দাও সবিতা, দেরী হয়ে গেল, আমার মিটিং আছে। তোমার তো রোজই মিটিং, দিচ্ছি বাবু, আমার তো দুটো হাত। মালতী রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কি হল রে, কাজ হয়ে গেল? জামাগুলো ভালো করে চিপেছিস? হ্যাঁ। সবই হ্যাঁ, ঘরগুলো কী মুছলি? কোনাগুলো কালচে রঙ ধরে গেছে, না দেখলেই ফাঁকি মারিস। একটু বোস, চা করে দিচ্ছি, এই থালাটা একটু ভিম দিয়ে মেজে দে না রে। দিচ্ছি, কিন্তু চা খাব না, দেরী হয়ে গেছে। টেবিলে ভাতের থালা রেখে সবিতা বলল, সেদ্ধ দিয়ে খাও, ডাল দিচ্ছি, মাছটা এক্ষুনি হয়ে যাবে। কৌশিক বাথরুম থেকে বেরিয়ে, তাড়াতাড়ি ভাত দাও মা, দেরী হয়ে গেল, আরো দেরী করলে ট্যাক্সি ধরতে হবে। তোদের নিয়ে আর পারি না বাপু, একটা রান্নার লোক দ্যাখ, আমার দ্বারা হবে না। রুমালটা আবার কোথায়? আমার জাঙ্গিয়া? সবিতা ছুটে এসে আলমারী থেকে রুমাল জাঙ্গিয়া বের করে দিয়ে অনিন্দ্যের টিফিন বাক্সটায় খাবার ভরতে থাকল। ব্যাগ গুছিয়ে বেরোবার সময় অনিন্দ্য বলল, ফিরতে দেরী হবে। কৌশিক জুতো পরতে পরতে বলল, পঞ্চাশটা টাকা দাও তো, সিনেমা দেখে ফিরতে পারি। ইন্টারভিয়্যু দিতে যাচ্ছিস, মাথায় সিনেমার চিন্তা? ব্যাগ খুলে টাকাটা দিতে কৌশিক বেরিয়ে গেল। সোফায় বসে ক্লান্ত সবিতা শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক করে নিচ্ছে।

যেন বাইরে ছিল এতক্ষণ, নিজের পৃথিবীতে ফিরে আসছে। এতক্ষণ কী করছিল সবিতা। নিজেকে শুধুই ক্ষয়, কতদিন ধরে নিজেকে এইভাবে ক্ষয় করে যাচ্ছে, আরো কতকাল। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে চা তৈরী করল, চায়ের কাপ-হাতে ডাইনিং টেবিলে এসে বসল, চায়ে চুমুক দিতে একটা অন্য স্পর্শ তাকে সচকিত করছে। সমস্ত দিন সামনে প্রসারিত, একাই অধিশ্বরী সেখানে। শুয়ে বসে থাকলে চলবে না যদিও, অনেক কাজ পড়ে আছে, তবু কেউ তাড়া দিচ্ছে না। এঁটো বাসনগুলি ধুতে হবে, ভেজা জামাকাপড় ছাদে ছড়িয়ে দিতে হবে। টেবিলচেয়ার গুছিয়ে রেখে স্নান; স্যাম্পু করা দরকার, মনে হয় ব্ল্যাক নাইটটাও লাগাতে হবে। পুরনো খবরের কাগজ কিনতে আসবে এগরোটায়, ময়লা ঘেঁটে তারপরে বরং স্নান করবে, বাসনটাও না হয় পরে ধোয়া যাবে। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকা যাক।

ফোন বাজছে। কে, স্বপ্না? কবে ফিরলি? দারুন ঘুরেছিস, না? খুব মজা, আমার আর যাওয়া হচ্ছে তোদের কাছ থেকে শুনেই দুধের সাধ ঘোলে মেটাবো। কাল আসছিস? আয়, খুব মজা হবে, বিকেল বিকেল আসিস, জমিয়ে গল্প করব। তোর কর্তা অফিস থেকে সন্ধ্যের পর আসছে তো? ঠিক আছে, আমার কর্তাকেও বলে রাখব। ফোনটা রেখে দিয়ে, কেমন একটা বিমভাব এসেছিল, কেটে গেছে। বাসনগুলো ধুয়ে নেয়া যাক। বাসন ধুতে ধুতে কাগজবিক্রির লোক এসে গেল। প্রায় তিনমাসের কাগজ জমেছে, দর ঠিক করে বিক্রী করতে করতে প্রায় সাড়ে এগারোটা, তারপরই আবার কাজের তাড়ার ভিতরে। এর মধ্যে সময় মতো দুটো সিরিয়ালও দেখে নিয়েছে সে।

কাজকর্ম শেষ করে যখন খেতে বসেছে, দেড়টা। সন্ধ্যের আগে কোনো কাজ

নেই. হঠাৎই যেন শূন্যতা গ্রাস করল। খুবই একা-একা, এই একাকীত্ব ঝুলে আছে সূক্ষ্ম স্মৃতির সুতোয়, অতীতের সারিসারি-চলচ্চিত্রের মত স্মৃতি তাকে অন্য এক প্রেক্ষিতে নিয়ে গেছে, সেখানে কৌশিক নেই, অনিন্দ্য নেই। স্কুলের বন্ধুরা, শম্পা, বর্ণালি, ঝুমা এখন কোথায় যে আছে, অনেকদিন খবর নেই। কোথায় কোথায় সব সংসার করছে, কে জানে। ওরা কি সবিতার কথা ভাবে? বর্ণালীর বাবা মা ওকে খুব ভালোবসত, বলত, কি মিষ্টি মেয়ে সবিতা। ওরা বেঁচে আছেন? কিভাবে সবই কোথায় যে হারিয়ে যায়! কলেজের অতসী, অর্চনা, অণিমা, অরুন্ধতীদের সঙ্গে দ্যাখা নেই অনেককাল। স্বপ্নার সঙ্গেই এখনো যা একটু যোগাযোগ। স্বপ্নার বিয়েতে খুব মজা করেছিল, ওর বর ওকে যে একটু অন্যচোখে দেখত, সবিতা টের পেয়েছিল। কাল ওরা আসবে, স্বপ্নার বরকে অনেকদিন দ্যাখে নি, খুব মজা হবে, কেমন দেখতে হয়েছে এখন! কলেজে পড়ার সময় বিমান কত কাণ্ড করেছে ওকে নিয়ে, বিয়ে করে ঘোর সংসারী এখন। কত কী যে ঘটে ছোটবেলায়, ভাবলে মজাই লাগে, স্বপ্নের মত যেন। নাঃ, হাতটা কড়কড়ে হয়ে গেছে, উঠে পড়ি। সুচিত্রার লেখা উপন্যাসের শেষটা এখনো পড়া হয় নি, খুব জমিয়েছে, ঘুমোবার আগে শেষ করতে হবে।

ঘুম ভেঙেছে বিকেল পাঁচটায়। খোলা অবস্থায় পত্রিকাটা একপাশে, শেষ না করেই কখন ঘুমিয়ে পড়ল! বিকেল হয়ে গেছে, সন্ধ্যে হবার মুখে রোজ মন খারাপ হয়ে যায়। মুখেচোখে জল দিয়ে, চুল সামান্য আঁচড়ে ছাদে উঠে গেল। চারদিকে লোকজনের স্নান চলাফেরা, গাড়িগুলির ধীরগতি, পৃথিবীও যেন ক্লান্ত। যেন অর্থহীন এই জীবনযাপন, দিনের পর দিন ক্রমাগত, সারৎসার নেই। একটু পরেই অনিন্দ্য কৌশিকরা আসবে, ওদের জন্য চা করতে হবে, জলখাবার করতে হবে। অনেকদিন কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় না, স্বপ্নারা ঘন ঘন বেড়াতে যায়, ওদের কাছে কত গল্প শোনে। অনিন্দ্যর সময় নেই, কী যে কাজ করে, মাঝে মাঝে ট্যুরে যায়, বেশ মজায় আছে। বেড়াতে যাবার ইচ্ছেটাই মরে গেছে। কৌশিকের চাকরি হল না এখনো, কেমন হয়ে যাচ্ছে ছেলেটা, এখন আর ঠিক ঠিক বোঝা যায় না। ভেতরে ভেতরে আমাদের ওপর রাগ জমে আছে যেন। অনিন্দ্য এসব ভাবেই না, কোনো হুঁশ নেই, নিজের খেয়ালে থাকে। নাঃ, রাত হয়ে গেছে, নিচে নামা যাক।

বাপের বাড়ির বন্দনাদি এসেছে। কর্তা ফেরেন নি? কৌশিক?

নাঃ, বলে গেছে দেরী হবে ফিরতে। বসুন চা করি।

চা খেতে খেতে পাড়ার লোকজনের নানা কথা। কে কি করছে, কার কি হয়েছে, কার সঙ্গে কার ভাব, ঝগড়া, কিছু কিছু গোপন খবরও। পাড়ার এত খবর কি করে যে বন্দনাদি পায়! একটু আধটু শুনতে খারাপ লাগে না। বন্দনাদি বকবক করেই চলেছে। হাঁপ ধরে যায় সবিতার, তবু কিছু বলতে পারে না। একসময় বন্দনাদি চলে গেলে স্বস্তিতে ফিরে আসে। কিন্তু এত রাত হয়ে গেল, ওরা কেউ এখনো এলো না তো। আগে খুব দুশ্চিন্তা হত, এখন হয় না, ওরা ওদের পৃথিবীতেই আছে, সবিতার সঙ্গে সেই পৃথিবীর কোনো যোগ নেই যেন, নিজের পৃথিবীতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। যখন হোক ওরা আসবে, যদি না-ও আসে তবুও যেন কিছু না।

সাড়ে ন'টার পর কৌশিক এসেছে, তারও আধঘন্টা পর অনিন্দ্য। সারাদিন একা একা নিজস্ব পৃথিবীতে, কেমন অসহায়, কত কি হারিয়ে ফেলেছিল যেন। যন্ত্রের মত একের পর এক কাজ করতে করতে, তারপর কোনো কাজের ভেতরে না থেকে, বন্দনাদির সঙ্গে অনর্থক সময়ের অপচয় ঘটিয়ে মনের প্রায় শূন্য ভাঁড়ারে পৌঁছে গিয়েছিল, কৌশিক অনিন্দ্য ফিরে এসে সবিতার কাছে এখন অন্য স্বাদ বয়ে আনছে।

সবিতা ওর নিজস্ব পৃথিবী থেকে ওদের প্রতি এক মনোময় আহ্বান জাগিয়ে অপেক্ষা করছে।

কিন্তু ওরা কেউ সেই আহ্বানে সাড়াই দিল না। মায়ের সঙ্গে কোনো কথা না, যেন দেখতেই পায় নি সবিতাকে, নিজের ঘরে গিয়ে জামাকাপড় ছাড়ল, পায়জামা গেঞ্জি পরল। তারপর টি.ভি. খুলে নাচগানের দৃশ্য দেখতে লাগল, মাঝে মাঝে নিজেও একটু নাচের মহড়া দিচ্ছে। অনিন্দ্য অতটা কঠিন নয়, অন্যদিনের মত গম্ভীর মুখ নিয়ে ঘরে ঢুকল না, মুখে সামান্য প্রসন্নভাব কিন্তু তা সবিতার জন্য নয়, নিজের ভেতরেই মগ্ন। সবিতাকে পাশ কাটিয়ে, ঘরে গেল না, জামাকাপড় ছাড়ল না, টাইয়ের নটটা আলগা করে ডাইনিং টেবিলের সামনেই বসে পড়ল। সামনে তখনো টি.ভি. চলছে, সঙ্গে কৌশিকের মৃদু নাচ।

সবিতা অপেক্ষা করে আছে, ওদের আগ্রহ নেই। কৌশিককে যেন খুশী খুশী লাগছে, চাকরিটা হয়ে গেল নাকি? অনিন্দ্যও বেশ মেজাজে, কোনো একটা সুখবর যে কোনো মুহূর্তে দিয়ে দিতে পারে। তবু ওদের হাবভাবে সবিতার পৃথিবীতে ঢুকে পড়ার লক্ষণ নেই। অসহিষ্ণু হয়ে একসময় বলেই ফেলল, কিরে কুশু, খুব নাচছিস, ব্যাপারটা কি?

নাচতে নাচতেই কৌশিক বলছে, ওঃ সিনেমাটা যা দুর্ধর্ষ হয়েছে না, ফাটাফাটি, তুমি আর বাবা গিয়ে দেখে এসো। দারুন, এনজয় করবে।

সবিতা অবাক। সিনেমার গল্প বলছিস। ইন্টারভিয়্যু দিতে গিয়েছিলি না? তার কি হল?

যেন আকাশ থেকে হঠাৎ মাটিতে পড়ল কৌশিক। ইন্টারভিয়্যু, ও হ্যাঁ, ও তো রোজকার ইভেন্ট। তুমি মনে রেখেছো দেখছি, আমি তো ভুলেই মেরে দিয়েছি।

এমন সময় হঠাৎ অনিন্দ্য অদ্ভুৎভাবে বলে উঠল, ইডিয়ট, রাবিশ।

কৌশিকের ভাবান্তর নেই! কিন্তু সবিতা বিস্মিত। অনিন্দ্যর কণ্ঠস্বর কেমন বেসামাল! এমনভাবে তো কথা বলে না কখনো, বিশেষত কৌশিকের সঙ্গে। আগে বুঝতে পারেনি, এখন স্পষ্ট হচ্ছে, মদ খেয়ে এসেছে ও। নিশ্চয়ই কোনো পার্টিতে গিয়েছিল। অনেকদিন বাদে মদ খেল। কেন?

সবিতা বিরক্তির সুরে বলল, খাবে তো কিছু? রাত হয়েছে।

নিশ্চয়ই খাব। একথা জিজ্ঞেস করলে কেন সবিতা! দাঁড়াও, তোমাকে একটা সুখবর দিই। প্রমোশনটা নিয়েই নিলাম বুঝলে, সামনের সপ্তাহে বম্বেতে জয়েন করতে হবে। সেই উপলক্ষে আজ পার্টি দিলাম। সবাই বলছিল, তোমাকে নিয়ে এলাম না কেন। ভেবে দেখলাম, সত্যিই ভুল করেছি।

আহ্বান কখন যে প্রত্যাহারে গেল! ছোট হয়ে গেছে সবিতার পৃথিবী। কৌশিকের পৃথিবী, অনিন্দ্যর পৃথিবী অনেক দূরে অন্য আবর্তনে চলে গেছে। আহ্বায়ক কৌশিককে নিয়ে কী করবে সবিতা, কৌশিকই বা নিজের জীবনে কী করবে। অনিন্দ্যর প্রমোশন অনেক আগেই হত, বদলির ভয়ে নেয় নি। এখন কি পালাতে চাইছে? একটা পার্টি পর্যন্ত দিয়ে দিল! কৌশিকের ওপর নির্ভর করে সংসার কিভাবে চালাবে সবিতা? কিন্তু চলতে তো হবেই। গভীর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল অন্য পৃথিবীর কৌশিক আর অনিন্দ্যর দিকে। সবিতার এখন সময় নেই যেন, তাড়াতাড়ি ওদের দুজনকে খাবার দিল, খাওয়া হয়ে গেলে নিজে খেতে বসল, থালাবাসন ধুয়ে, বিছানা করে মশারী টাঙ্গিয়ে নিজের পৃথিবীটা ওদের থেকে আলাদা করে ঘুমোতে চলে গেল।

তপনকুমার মাইতি

কবিতিকা

১. আকাশের বুকে ছিট্‌কে উঠলো পাখি—
ভাবি, মাটিতে নামতে কতক্ষণ।

২. আর সব অভ্যাস পুরনো হয়েছে
কিন্তু তোমার প্রতি আমার অভ্যাস চিরদিনের।

৩. অভিযানের মুখ দেখতে পাইনে—
কিন্তু তোমাকে দেখলে বুঝি
অভিমান আমাকে কিভাবে দাস করে রেখেছে।

৪. ছাদে এসে নক্ষত্রের জলসায় দাঁড়ালে
ঘরের ঐশ্বর্য মিথ্যা হয়ে যায়।

৫. সারাদিন নানা রঙের পাখি দেখি;
একই পাখি আবার নানা রঙের—
এভাবে পাখিদের শ্রেণীবিন্যাস করে চেনা যায় না
রঙের বাইরে থেকে যায় পাখিদের অচিন সত্তা।

৬. যেদিন থেকে বুকের ধুক্‌পুক্‌ শুরু
সেদিন থেকে মৃত্যু ছোবল মারছে—
আমি তার বিষ দাঁত কোনদিন ভাঙতে
পারব না।

৭. রাতের সমুদ্র—
মনে হয় মহাজীবনের সঙ্গীত।

□ □ □

শুভব্রত চক্রবর্তী

ক্যামোফ্লেজ

ছায়ার আড়ালে মুখ, মুখের আড়ালে রাত্রিপাঠগুলি
প্রাচীন গাছের নিচে গভীর সংসার, আজও, একইভাবে
উধাও হয়েছে শুধু; রেখে গেছে অবিস্মর গুহাচিহ্ন
আর যত ভেসে ভেসে যাওয়া বয়স্য অন্ধকার
স্তব্ধ মোমশিখা, যাকে ছুঁয়ে পরজন্ম উঠে আসে ভোরে

শরীর

কখনো তো নারী বলে ভাবিনি শরীর
জড়িয়ে রয়েছি অন্ধকারে কামনার ক্ষুধা
তুমি দেহগাছ, আর আমি সেই রাত্রিলতা

ভগবৎ

দরিদ্র আত্মার কাছে সেইসব রাত্রি শুধু মৃতজন্ম আনে
ঈশ্বর অদৃশ্যে থাকে, ক্রুশচিহ্নে, এবং ঈশ্বরই অন্ধকার
ঘুম থেকে উঠে এলে যথারীতি সম্মোহন সামনে পেছনে
আলো নেই, আলোচনা নেই; তবে কার জন্য মূর্ছা, প্রেম? কার

ম্যাজিক-রিয়ালীজম

মস্তিষ্কের ভেতর কি আছে? এসো, অনুভব করি ক্ষত
অনুভবের ভেতর কি আছে? এসো, অক্ষর সাজিয়ে রাখি
লিখে রাখি দীর্ঘ সময়ের দিকে আজও সেই বিমূর্ত বিবাদ
আমিও পাগল হব পরিচিতি ফেরে
উন্মাদশালা থেকে লেখা হয় কবিতা। আলো অন্ধকারে যাই
মাথার ভিতরে বোধ নয়: কোনো এক অভিলাষ কাজ করে

কাজল চক্রবর্তী

বাংলাদেশ □ ১৮.০২.৯৯

স্বভাবের ভিন্নতা নিয়ে নীল রোদে
শোভিত হচ্ছে সবুজ পালক
প্রয়োজনে তারা একমাঠে নেই-
আছে মাটির প্রয়োজনে—

অথচ কূট আহ্লাদ এসে বারবার
বর্ণময় জীবনের এই সভ্যতাকে তছনছ করছে
কেউ কেউ বলছে প্রতীক বর্জিত হোক কবিতায়
এমনকি বন্ধুত্বে ভালবাসা, ভালবাসায় ঘামের গন্ধ

সবকিছুকে তুচ্ছ করে ঢাকাগামী বাস উঠলো ফেরিতে
পুবের রক্তিম সূর্য ঠাঁই নিল, পশ্চিমের লালে।

শঙ্করনাথ চক্রবর্তী

হেমলক

শিশ্ন আমার সারা শরীর জুড়ে
সহস্র মুখ গরলস্ফোটক হ'য়ে
অথচ তুই পনীরঘেরাটোপে
হেমলকের মিথুনদৃশ্য, বধির !

চন্দ্রযোনির মদনভস্ম শুনি
রটাতে তোর দোসর কেউ না ছিলো
লৌকিকতা ছেড়ে এবার তবে
আমায় নামাও ভ্রূণের সমাধিতে

ঋতুবদল কবেই ছেড়ে গেছি,
সাগরতটে কবরখানার ফন
আমায় নাচায় বিষমসমকামে
সন্ত উধাও শহরতলীর গুহায়

রজঃস্থলা হবার আগেই হেলেন
জঙ্ঘা ঘেঁটে আফিমচন্দ্রাতপে
মলিন, এবং কাঁথায় তেলের বাটি
লেহ্য হবার দ্বন্দ্ব তবু ছিলো

সেই পাপে কি নির্বাসনের দহ
পার হ'তে তোর তিন শতাব্দী যায়
সহস্রমুখ গরলস্ফোটক আমার
মৃত্যু ছাড়া বাল্‌সাভেলা নেই

যা পবিত্র, ব্যক্তিগত কিনা
রহস্য এক থেকেই গেছে তাই
রণস্থলের জন্মসূত্র তবে
রোজনামচার বৈয়াকরণ কেন

সন্ধ্যারামের স্তম্ভ ন'ড়ে ওঠে
বয়ঃসন্ধির কোন্ পাঁচনের তাপে
পারমিতার উৎস খুঁজবো কেন
গ্রন্থালয়ে তর্কসভায় বধূ

লক্ষ যোনির স্বৈরিনী কি হবে
মহানাট্টি নচেৎ কোথায় আর
খুঁজবে তুমি, দাসের গর্ভ ফুঁড়ে

তৈলখনির পক্ষশাতন যার

বিষউপমা -- সান্ত্বনা তো এই
ভস্মাবশেষ গুহাচিত্রর পায়ে
শাশ্বতী, তুই বলতে পারিস তাকে
শূন্য ঝুলির ক্রনোর মঞ্চ তাতে

নির্বাপিত হয় না, ট্যারান্টেলা !
চাইছি তবু সাবেককালের নেশা,
পেঁচকবৃত্তি, কুঁজের অঙ্গাবরণ ঃ
সহস্রমুখ ক্লেয়োপেট্রার ফসিল !

অলোক বিশ্বাস

ব্যক্তিগত কবিতা, চৈত্র ১৪০৫

পায়ের পাশে গানের পা, গতি লেখা স্বপ্ন শ্রমিক
চৈত্রের চাঁদের কাছে যাওয়ার সময়
কোথাও ভাবে বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা
যে রক্তে বেরুট ছুরি মিশে আছে
বারবার চৈত্রকে ঠকাবেই।
হৃদয়ে প্রামাণ্য লাশের মেগাসীম ভূমি
চৈত্রের জরিপাড় ধ'রে ধূলো ওড়ায়।
যাবে না বলেও যারা যাওয়াকেই শেষে ভালোবাসলো
কণ্ঠে ও কপালে বেজে উঠলো বলেই।
রাস্তা খোলার কথায় হঠাৎ শিহরিত মনে হলে
কিম্ভূত পাগলেরও চোখ ফুটে ছন্দ বেরোয়।
একটা ফ্লাইট, সেতো ছিটিয়াল নয়,
চৈত্রের আড্ডায় ছিল তাহার বিশ্বাস,
পায়চারি করতে করতে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা সাফ হয়ে
গেল নাড়ি থেকে
ভুলে গেল চৈত্রের মেলটিং পয়েন্ট।
যোগের পাশে গুণ দিয়েছে কাহার গুঞ্জন
কোথায় নাচে রে মাতলা হৈহৈ
তরঙ্গে প্রতি তরঙ্গ চাঁদের সহজ ভাষায়
যাই ঘটুক গানের পা-এ,
চৈত্রের জন্য সময় করো
সব কোমল দিনের চেয়ে
ঋতুবতী অসামাজিক চেহারা পেয়েছে সে

অমর চক্রবর্তী

তথ্য সংগ্রহ

উৎসাহের হাতে পেজার তুলে দিয়েছে কবিতা মেয়ে
সংকেত আসছে, বিশৃঙ্খল শব্দ শৃঙ্গার;

সভ্যতার যাত্রা আগেও সুবিন্যস্ত ছিল না
পূর্বেও হারাকিরি, মেয়েদের দেওয়ালে ঠেসে ধরা
এখন আরো বেশী মনখারাপের খবর
যেমন বিস্কুট ভেঙ্গেই খেতে হয়, তবু হাতে
অনর্থক ভেঙ্গে গেলে যেমন মন খারাপ। এখন
শালিখ পাখির ঝগড়ার ফোনেটিক্সে
জঙ্গী শব্দটি বসে যাচ্ছে মসৃণভাবে,
এমন মনখারাপ। বৃষ্টি কাঁদছে অভাবে বন্যায়
এমন মনখারাপ। বিশ্বাস ছুটছে নগ্ন লোভের কাছে
ফুল পাতা মাড়িয়ে পাথরে বুক দিতে — এমন মনখারাপ।

উৎসাহের হাতে পেজার দিয়েছে কবিতা মেয়ে
এই সব অসভ্য কথা তো হবেই, কিছু যৌন টেলিটক.....

প্রবালকুমার বসু

অসুখ

কী বলব, কী বলব তাকে
স্বপ্ন যার রাংতা দিয়ে মোড়া
ছবি দেখে খবরের কাগজে
যে, জিজ্ঞেস করেছে এরা কারা

কী বলব কী বলব তাকে
যে সবে চিনেছে অক্ষর
ত থ দ ধ প ফ ব ভ ম
রেফ এখনো পড়তে পারে না

কেউ তারা নয় জানাশোনা
বাবার সঙ্গে দুই ছেলে
অন্য দেশে আমরাও গেলে
আমাদেরও ছবি উঠবে বাবা?

এত যদি সব কিছু সোজা
তবে চল অন্য দেশে যাই

নিজেদের কাগজে ছাপাই
হাসিহাসি ওরকম মুখ

আমাদের গভীর অসুখ
আমাদের লজ্জা অসম্মান
আমি তাকে বলতে পারিনি
আমাদের কতখানি ক্ষত

এই ছবি দেখছে আজ যারা
বড় হচ্ছে একদিন তারাই
হিংসাকে করুক প্রতিহত

আমরা আমাদের ক্ষত
নদীর মতন বয়ে যাই

সুকুমার চৌধুরী

স্টপ প্রেশ

স্ক্যাণ্ডালপ্রবণ ছিলো পারভিউ।
ভয় ছিলো, অস্বস্তিত্ত
যা ছিলো না তাকেও ভজিয়ে
দেওয়া গূঢ় আবডাল ছিলো, খুব সুচতুর।
দু ঠেকেই ফ্যাণ্টাসি যতোটা ছিলো
টেলিকোডে, উনপাঁজুরে সন্ধিপূজোয়
যতটা অগম ছিলো ইরোটিকা,
হালাগাম আলাপচারিতা ছিলো,
ক্যাকোফনি ছিলো

ভাবি, ততোটা ভিগার কেন
আছড়ে পড়েনি
মারাঠি রোদের মতো।

সম্ভাবনা ছিলো, হোয়ে ওঠা নিভৃতিতে
অবকাশ ছিলো বিস্তৃতির।
হোয়ে যে ওঠেনি
তাতে আমাদেরই ফিলসফি.
কখনো সুমেরু কখনো কুমেরু বেয়ে
বুমেরাং জেগে উঠেছিলো।
দীর্ঘতম হিমযুগ চাপা ছিলো প্রবল পাথরে।
স্ক্যাণ্ডালপ্রবণ ছিলো পারভিউ

চিত্তরঞ্জন হীরা

নৈঃশব্দ্যের গান অথবা.....

১.
আত্মহত্যার মল বেজে উঠছে যখন
সমগ্র চরাচর, নৈঃশব্দ্য পাতায়–
ক্লান্ত ডানা থেকে ঝরা পালকের স্বপ্নরা
লিখছে জন্মজয়ের নতুন মৃত্যুকে....
২.
মহাছায়া প্রসারিত করে হাহাকার
তারই দু'একছত্র পাঠের পর মনে হলো
আত্মার কাছে এসে সমুদ্র চায়–
অনন্ত আলোকের অমরতা।
আমি তাকে অন্ধকারের পাঠ দিই
৩.
সত্য কি কুয়াশার মত অপরূপ ঘাম থেকে
শ্রমণের অভিধান খুলে রাখে!
অথচ আপেক্ষিক তারই গভীরতর প্রত্যাশা
মৃত্যুই শব্দহীন এঁকেছে সময়ের কাছাকাছি
৪.
নৈঃশব্দ্যের অভিমান থেকে মরাগান
ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে অরূপ অন্ধকারে।
আলো তার গূঢ়মুখ খুলে শব্দের কাছে.....
শব্দ কি প্রতিবিম্বে মিথ্যা বলেছে কোনোদিন!

তপোন দাশ

তোপচাচী সরগম (২৬) –

তিনদিন কেটে গ্যালো রক্ত না পাতিয়েই
টো টো ঘোরাঘুরির দিনগুলো আর 'র' মেটেরিয়াল-রাতে ভেজা
সততাগুলো কেটে কেটে কোরিয়ারে ভরলাম আপনজনদের–
শুরুতে মা, বন্ধু, সুস্মিতা আর ইতিতে আমি, সায়নীও বার বার
সেনটেন্স-এ ওয়ার্ড কেটে ছেঁটে কম পয়সার টেলিগ্রাম
বানাতে লাগলো.....
পিয়াল সারির ছায়াপথে এখনও ট্যারের দুদিন ঝাঁ ঝাঁ করবে
টলমলিয়ে, হাতের টোকায় ক্যামেরা নাচিয়ে বন্দি করি স্বপ্ন

রামকিশোর ভট্টাচার্য

ফ্রেমের কাছে চিল্কিগড়

সেই সব রাজকাহিনীরা হেঁটে গেছে শালছায়া পথে....

নক্‌সাহীন আকাশের নিচে
শালপাতাদের ডাকাডাকি, ছায়া কোলাহল,
চিল্কিগড়ের চড়াই-উৎরাই শিষ্টশান্ত
দেখে যায় কনক-দুর্গাকে, অন্তরায় সূর্য ছুঁয়ে আছে
যতদূর চোখ যায় আজীবন ভোর....খোলামেলা

ডুলুং এর হাত মুছে নিলো আমাদের নষ্টামিগুলো।
দীর্ঘ ব্যাথার পর সঙ্কেতে নেমে আসে ধীমানের আলো,
হেসে ওঠার দিন-রাত পুতুলের চোখে,
এসবই লিখেছে ঘাস
বালিপথ জুড়ে, একপক্ষপর
জোছনা মাছেদের নাচ ঘুমের ভেতর

নদীর দুপুর এলোমেলো রেখেছি আজ মহলজঙ্গলে

অমলেন্দু বিশ্বাস

জ্যোতিবিন্দু

ওতো ঘুম নয় যেন বোধিকল্পদ্রুম!

বোধির ভেতরে থাকা আলোবীজরূপ
রূপের ভেতরে বাড়ে ধ্যান মহীরুহ।
গাছের কোটরে থাকা ত্রিনয়ন পাখি
তাকে ডাকো বোধিঘোরে জাগাও ব্রহ্মাণ্ডে।

ব্রহ্মাণ্ডের অনুপাখি শিসে আলোবীজ,
বহে বহে হাওয়াঘরে ছড়াল ভূর্ভুবঃস্বঃ

আরে ওতো ঘুম নয় নীল জাগরণ
ধ্যানের বিতলে সুপ্ত অন্য আলোবীজ
তন্ত্রী থেকে মহাতন্ত্রী প্রবাহিত স্রোত
ফুটে থাকা জ্যোতিবিন্দু নিলয় উদ্ধার.....

শর্মিষ্ঠা দত্ত

ব্যক্তিগত পঙ্‌ক্তিমালা-২

কেমন করে ভেঙ্গে গেল ক্ষণজন্মা স্বপ্নের ডানা জ্যোৎস্নার উৎসবে, ভগ্ন কণ্ঠে সে কোন্ গান শোনাতে চেয়েছে! আমরা যারা মুকুল ছিঁড়েছি দুইহাতে তাদের জন্যে আছে পুষ্প শোক, তাদের জন্যে থাকে সুবাসিত স্মৃতিজল। স্মৃতি কি সুন্দর হয়? সুন্দর স্মৃতি! অন্ধ চোখ। রূপ ও অবয়ব বলে কিছু তার চেতনায় নেই। হস্তহীন অস্তিত্ব জানেনা স্পর্শ। পদহীন পঙ্গু কি অভিযান জানে? সবই তো অভ্যাস। বন্দীত্ব, দাসত্ব বলে কিছু হয় নাকি? সবই তো অভ্যাস। ভালোবাসা সংসার শিখে ফেলে, শিখে ফেলে সন্তান লালন। কল্পনায় হাতধরা, কল্পনায় যুগল ঝুলন!

ওরা সব বুঝে ফেলে। চোখ দেখে বলে দেয় আমি কোন কাননের ফুল। আমাকে সান্ত্বনা দেবে এমন দয়াল কেউ আছে শহরের বুকে? আমাকে শান্তি দেবে এমন নিরপেক্ষ কোন আকাশই তো নেই। দুঃখ যেন রক্তবীজ। ফোঁটায় ফোঁটায় তার হাজার উৎসার। প্রাণ চেয়েছিল সে ও আর একজন। দুহাতের মুদ্রায় কোন ইন্দ্রজাল দেখাতে পারিনা। এ টানে, ও টানে। পুনরুজ্জীবন আর নিরন্তর বেঁচে থাকা দু'জনেই চায়। কাকে আমি সুখ দেব? দুঃখ দেব কাকে, আমারই পাঁজর ওরা।

আমাকেই দাতা শ্রেষ্ঠ ভাবে কেন কৃপণ সংসার? কেন আমি জ্যোৎস্না হব, কেনই বা হতে হবে 'নিজস্ব আকাশ'? আমার জ্যোৎস্না কই? কোনখানে আমার আকাশ? আমার কাব্যে কোন প্রেমিক গায় না গান। সবই তো কোরাস। আমাকে ছাড়তে পার প্রিয় মানুষেরা? একবার প্রিয় সাজে সাজি। কতদিন কান্না ভুলেছি! অভ্যাসে গড়ায় অশ্রু। তাকে কি কান্না বলে? দেবীপ্রতিমা হতে চেয়েছি কখনো? কখনো কি বিশ্বাস-আস্থা নিয়ে খেলেছি গেণ্ডুয়া? চালচিত্র দেবী হতে ডাকে। মাঝে মাঝে সন্দেহের বিষ মাখা তীর ছুটে আসে। সে-ও তো কষ্ট সয়। আর দুঃখ সয় এক জ্যোৎস্নাভুক স্থলপদ্ম চোখ। আমি তবে কোথায় লুকাব? আমাকে একটাই নয় তৃণভূমি দাও। মিশে যাই ঘাস হয়ে। অথবা আকাশ দাও মধ্যরাতের নীল—মিশে যাই তারাদলে। নামহীন, জন্মদাগহীন—শনাক্ত করবে না কেউ। আমাকে আমার জন্যে শোকপ্রস্তাব লিখে নদীতে ভাসাতে দাও।

ভেসে যেতে কে না চায়? নোঙ্গর তুলতে জানা চাই। জানা চাই কোথায় কতটা জল, কখন জোয়ার আসে! এসব তো নদী আর পালতোলা নৌকার গাথা, আমি তো শিখিনি কিছু। পাঠশালা পালিয়ে পালিয়ে জন্মমূর্খ এক। মেধায় জড়তা আর চেতনায় বেহুলার কালঘুম নিয়ে যেমন থাকতে হয় তেমনই এ থাকা। তবু তার জন্যে কত ধুমধাম আয়োজন। কতশত ভয় আর লতাপাতা, কত যে বাঁধন।

তবে থাক। যেখানে যেমন আছে সবটুকু থাক। মন থাক মনে মনে। 'অন্য ঘরের' দরজা মাড়াবনা আর। সময়কালে আপাতত শরীরী বশ্যতা দিই। চলি তবে....

বিজয় কুমার দত্ত

এপিটাফ

ছাড়তে হবেই। একথা জেনেও
রোদ্দুর বৃষ্টিতে হাঁটাহাঁটি।
শ্মশানে প্রত্যেকদিন চুল্লী জ্বলছে
কার জন্য? মৃত আত্মার? না জীবিত দেহের?

মানুষের মূর্খতা এখনো
ছাড়া না ছাড়ার দ্বন্দ্বে অসংশয় নয়—
তবে কি নতুন কোনো অভিধা রয়েছে
যাওয়া ও আসার?

ছাড়তে হবেই। তবু যতদিন
ধরে রাখা যায়—
কৃত্রিম-জীবন যন্ত্রে রক্তস্রোত, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ধমনী
পর্দায় ছবির মতো ভেসে উঠছে
আণবিক অবোধ সঙ্কেতে

মৃত্যুর সঙ্গেই আমরা পাঞ্জা লড়ছি
কে হারে কে জেতে,
এই ভাবনার পরিধি
কোথাও কি সীমানা জেনেছে?

বৃন্দাবন দাস

কলকাতা নব্বুই দশক অথবা কে তোমাকে খাবে

কলকাতাটা ভাগ্যিস এতো বড়
তোমার সর্দারিটা বেশ মানিয়েছে

এক-একটা খণ্ড
এক-একজনের তালুক

প্রজাজন সব
মফস্বলের বস্তি থেকে

অন্ধের হস্তী দর্শন নিয়ে
বোদ্ধারা মাথা নাড়ে

প্রাজ্ঞ বানান বিশারদ
কাঁটা তার গলে গলে
অখণ্ড ভূ-খণ্ডের মানচিত্র
বানাচ্ছো বেশ

তখন আর এক দাঁড়কাক বৃদ্ধ
হাত তুলে তুলে অভিনন্দন
জানাতে জানাতে হঠাৎ-ই
পিঁড়ি পেতে দিলো বেশ্যার
ঘাস ঘরের

তুমি তো এতোটা পাওনি কখনো

ঘুরতে মোড়ের মাথায় দেখা
রমণীদের ছবি প্যাণ্টের পিছন পকেটে
এতো শয্যা এতো কাছে—এতো তাপে
'বাবু' আর কাকে বলে

শহরের বড় বড় আস্তানাগুলোয়
মুখ দেখাতে দেখাতে
ভোট প্রিয় নাগরিক
চিনতে লাগলো তোমার গোঁফের মাপ
বুকের ছাতি আর পাছার পরিধি

এবার ওরাই তোমাকে
'ওলিম্পিক কবি' বলবে
এশিয়াড পেরিয়ে তুমি
সমুদ্রে পা ফেলবে
দেখতে পাচ্ছে
দিব্যদৃষ্টিতে

ওদের ভয় একটাই
আটলাণ্টিক না আরবসাগর
কে তোমাকে খাবে

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

ব্রিগেড অথবা রামলীলা ময়দান

ব্রিগেডে তিনলক্ষ লোকের সমাবেশ করেছিলো ক্ষমতাহীন অবামপন্থী একটি দল,
আজ ক্ষমতাসীন সবামপন্থী দল পাঁচলক্ষ লোকের সমাবেশ করল;
আজ কলকাতার জনজীবন অচল ও পঙ্গু হল শান্তিপূর্ণভাবে,
আজ ট্রেনে কেউ ভাড়া দেবে না, সাধারণ বাসেও নয়, তাছাড়া বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর লাক্সারী বাস,
বামপন্থীদের বৃহত্তম নেতা বললেন, শিল্পোন্নয়ন করতে হবে, নয়া বুর্জোয়া ক্লাস তৈরী করুন,
মানুষের সংগে নম্রভাবে যোগাযোগ বাড়ান,
মেজ নেতা বললেন, দুর্নীতি দূর করুন, আমাদের সীমিত ক্ষমতা নিয়ে কত কাজ হয়েছে মানুষকে বলুন;
সেজ নেতা বললেন দিল্লী যেতে হবে, যেতই হবে, এবার গেলেই হতো।
ছোট নেতা বললেন আমাদের সরকার এতদিন ক্ষমতায় আছে, এ এক রাজ্যের বিশ্বরেকর্ড।
—ঝাঁ ঝাঁ গরমে আইসক্রীমওলা, বাদামওলা, তরমুজ-বিক্রেতা, নেতাদের ছবি বিক্রেতা, গেঞ্জি, টুপি-বিক্রেতাদের আজ বেশ পসার হলো।

চে-গুয়েভারার কন্যা এসেছিলেন ভারতে,
কলকাতায় বামপন্থী সম্বর্ধনায় অভিভূত হলেন,
কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানালেন ভারতবর্ষের কোনও বামপন্থী নেতার নাম
কস্মিনকালেও শোনেন নি;

সভা ভেঙ্গে যেতে-সন্ধ্যাবেলা শূন্য ব্রিগেডে
ঘাসের ওপর আড্ডায় বসলেন, চারু মজুমদার,
ঋত্বিক ঘটক, সরোজ দত্ত আর সমর সেন।
চারু মজুমদার খুশী খুশী মুখে সমর সেনকে বললেন, 'কত লোক বামপন্থী হয়েছে দেখেছো'

খ্যাক খ্যাক করে হাসলেন ঋত্বিক ঘটক,
'তোমাকে ফ্রীতে দুদিন দিল্লী বেড়াতে নিয়ে গেলে তুমিও রামলীলা ময়দানে গিয়ে.... অন্য পার্টি করতে শ্লা.....'

উৎপল চক্রবর্তী

তরঙ্গ কণায় কণায়

কেঁপে উঠছে পাতা, নিচে দিব্য শিহরণ
আহা বীজ, আকরিক, উৎসের দহন

খুলেছে শিকড়-জট সূক্ষ্ম অবগাহ
গর্ভাধানে গানে গানে ভাসে তুচ্ছ দাহ

শাখায় শান্ত ছাপ, প্রলয়ের পর
পাখি তার ওষ্ঠপুটে খুঁটে আনে খড়

মাটিতে আঁচড় কাটি মুকুলে গড়াই
নাড়ি ছুঁয়ে হেসে ওঠে প্রজন্মের ধাই

মগ্ন রাত, সুখে থাকো সমুহ দম্পতি
দাবানল জ্বলেছিল নিভেছে সম্প্রতি।।

মারুফ আহমেদ পলাশ

তিথির প্রেমিকদের সমাবেশে

তারপর, তার আর পর ছিলনা কেউ। সবাই আপন ছিল চিরস্থায়ী
প্রেমে। নেচে নেচে যারা পুষ্প ছুঁড়েছি নির্বিকার গহ্বরে, আয়ুহীন হয়ে
আজ পত্রালাপ করি, কেন তার ভিজে গালে মগ্ন হলে নিজেরা
বিপন্ন হয়ে যাব। তাহলে আবার কেন দ্বিবিধ কুণ্ঠায় মেপে যাব
কার শোক কার থেকে বেশী। নিজের নম্বর বুঝে, পাশাপাশি
হেঁটে যাই গহ্বর সমীপে।

ঐশ্বরিক হাতের সন্ধানে বুঝে যাবে গতাগত সার, অথচ দূরদৃষ্ট
আশা তৃপ্তির কিনারা ছুঁয়ে যায়। ঐ চোখে নবপ্রেমজল স্থিত
হলে বিচলিত হই, এখনো সেখানে কোন হাত উৎসব সূচনা করেনি।
তারপর, সে আর আপন ছিলনা
জাগ্রত হয়েছিল অকিঞ্চন জানু—চিরস্থায়ী।

সত্তরের বিশিষ্ট কবি
সলিল চক্রবর্তীর নতুন কাব্যগ্রন্থ
গাছভর্তি অশ্রু
শিস ❑ ১২ টাকা

অপমান

সুব্রত রুদ্র

অপমানের মায়া এত চেষ্টা ক'রেও বাঁচাতে পারলাম না এই জীবনে
অপমানের মুখ শিশুর মতো বেশিক্ষণ পুষে রাখতে পারে নি কিছু

শিশুর চেয়ে আরো বেশি পরোপকারীর কাছে
ছোটো হলাম আমি
অপমান ভাগ্যে পাওয়া শ্রেষ্ঠ জিনিস হ'লো জীবনের।

বিপুল আচার্য

অন্ধত্ব যাপন

অবিচল অন্ধ হয়ে থাকি মহাতীর্থ পথে
অভ্যাসজনিত মসৃণতা পালকভূমিতে
ওরা পালনের কথা বলছিল মহাজাগতিক রাত্রি
নিম্নদেশের তোয়ালে সরিয়ে

প্রবল যে মেয়েটি তার নাম তৃষ্ণা
সংযম সাধনা যেন চিত্রকরের উপলব্ধি
হলুদ জ্যোৎস্নায় স্নান সেরে ল্যাবরেটরী মন্থন
ছন্নছাড়া বিভিন্ন আকারে.....
বিব্রত সুখ চারণক্ষেত্রে, উদ্গত ধ্বনিতে
অবিচল অন্ধ হয়ে থাকি প্লাবন ভূমিতে

আমাদের কষ্টগুলি নষ্ট হয়ে যায়
অন্ধকার, হাতবদল করে কলঙ্করেখা
স্নানঘরেই গান ফেলে রেখে আমি পলেস্তারার সাথে
সংহত অথচ জীর্ন ইতিহাস শুয়ে থাকে
রাত্রির হাত ধরে, যাকে তুমি বলতে পারো
অন্ধত্ব যাপন কিংবা অন্ধকার গোপন কিংবা.....

স্বপ্না ঘোষ

ওষ্ঠের তাপ মাখায়

এক অনাভুবন ডেকে নিল আমার পুরুষের বুকে
সময় ভাঙে।
শব্দহীন সে ভাঙনে স্তব্ধ হয় পাতার ফুটে ওঠা।
একলহমা দীর্ঘায়ত হ'য়ে কেটে যায় অনন্তকাল।
বাসাবাড়ির উঠোনে নিমের ছায়ায় আমাদের কথাগুলো
উড়িয়ে নেয় যুগোপযোগী এক হাওয়া,
মন্দ লাগে না।
যৌবনের কিছু বছর এভাবে পিকনিকের মাঠে গোধূলি নামে
হলুদ আলোর বিদ্যুলতা কেটে গেলে চারিদিক অন্ধকার।
তোমার মুখ আমার অঞ্জলির রুক্ষতায় যত্নে রেখেছি,
তোমার ভাবনার ভাষা আমার হৃদয়ে স্থির।
চারিদিকে সময় ভাঙে,
আমার পুরুষের বুকে সে ভাঙনে শব্দের ঢেউ ওঠে
তোমার চোখের পাতায় আমার স্পর্শ জাগে।
ঋজু নিম মহাকালের উঠোনে আমাদের চোখে হারায়।
আমার রুক্ষ অঞ্জলিতে যৌবন তোমার ওষ্ঠের তাপ মাখায়।

অমলেন্দু চক্রবর্তী

হিটিরান

কম্পন আছে সেকেণ্ডারি স্পর্শে
এ্যাভুয়েলের চেঞ্জওভারে
একশ।

এ্যালকোহলিক রাত্রি মালটা, ইলাইচি,
নারঙি দুদণ্ড অতিক্রমে
উত্তাপ।

জ্যোৎস্নার মুখ পাহাড়ের কোলে।
ইদানিং আলোর মিছিল
চলছে।

ডিওয়াডিহ বাড়ারি চাস চলনকিয়ারি
রীনার স্কুল স্ট্রাইক, মাইনে নেই
তবুও কবিতা

সমীর চট্টোপাধ্যায়

'সকালে ঘুম ভাঙলো কালোবৃষ্টির দিকে'

আধুনিক বাংলা কবিতা সঙ্কলন গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, "...আধুনিক কবিতা এমন কোন পদার্থ নয় যাকে কোনো একটা চিহ্ন দ্বারা সনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা বা বহির্মুখিতা,সামাজিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে...."

এই কথাগুলো মনে এল, শুভব্রত চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 'বলো বৃক্ষ, পাথরপ্রতিমায়' সঙ্কলিত কবিতাগুলো পড়তে পড়তে। সম্ভবত আশির দশকের প্রথম থেকে কবিতা লিখছেন শুভব্রত। এই গ্রন্থটির আগে যুগ্মভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'ভৈরবী ও শ্মশানভস্ম'। মোট ৫৫টি কবিতা রয়েছে আলোচ্য গ্রন্থটিতে, এরমধ্যে সর্বশেষ কবিতাটিকে দীর্ঘ কবিতা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

প্রথম কবিতা 'পাথরপ্রতিমা'—যার ভেতরে খেলা করছে এক অপার রহস্যের শব্দজাল যা তাঁর শিল্পের পথও। যে পথে অসংখ্য জটিল রাশি-নক্ষত্রের দাগ। একদিকে রহস্য আর অপরদিকে তার আসক্তি ও অভিজ্ঞতার আবরণ উন্মোচনের পূর্বাভাস যেন শুনতে পাই এই কবিতার মধ্যে। প্রেম-অপ্রেম, শ্রদ্ধা-ভালবাসা, কামনা-বাসনার এক ইন্দ্রিয়জ আকাঙ্ক্ষা অন্যদিকে অনাবিল মুক্তির গাঢ় স্বপ্নময়তার জগতে আমরা প্রবেশ করি কবির হাত ধরে। কোন এক অদৃশ্য তন্তুজাল প্রসারিত করে আমাদের অক্লেশে নিয়ে চলেন তাঁর স্মৃতি এবং তাঁর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি 'রাত্রির উষ্ণ রোমকূপে'।

কবির রোমান্টিক মনোভাব আমাদের উস্কে দেয় গোটা কাব্যগ্রন্থটির রহস্যময় নারীর দিকে—যার উন্মোচিত বক্ষের রমণীয়তা, লাবণ্য—কবি-কল্পনার সূক্ষ্ম অনুভূতিতে যেন সমস্ত কিছুর মধ্যেই তার আবিষ্কার। চোখ মেলে দেখা এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যায়। এমনিভাবে আমরা 'বলো বৃক্ষ, পাথরপ্রতিমায়' এক যোগসূত্র খুঁজে পাই।

অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মবিরোধের সুবিশাল যন্ত্রণা সমগ্র জীবন দিয়ে উপলব্ধি করতে চান। যদিও 'স্মৃতির বৈভব' তাঁকে আজও 'মগ্ন করে ঝরে যাওয়া ফুলেদের পাশে'। এই 'বিস্মৃতির শহর' মধ্যরাতের উৎসবে মনে রাখে সেই কথা? আত্মদীর্ণ কবি এই পৃথিবীর রোদে-জলে ভাসতে ভাসতে আমাদের তাঁর পারিপার্শ্বিক প্রবাহমানতার দোরগোড়ায় যেমন পৌঁছে দেন তেমনি তাঁর আত্ম-উন্মোচনের দুর্লভতম মুহূর্তে কাছে টেনে নেন।

> "তারপর রতিজন্মের গান, রক্তে প্রাচীন রাত্রিসুর / একটানা বৃষ্টি শরাঘাতে
> নেমে এলো চাহিদারেখার ভিতর / সেই রমণীধর্মে পোড়ে বাগান, যেন সিঁদুরের
> মেঘ, সব কিছু / ক্ষুর্ণাত আগুনে ছারখার চামড়া, মজ্জা হাড়।" (অগ্নিভূক)

ঘরটি কেমন তাঁর? ভাঙা ঘরে বিষণ্ণতা কেমন? একটা সাপের মতন, এরকম সাপের শরীরের যে শীতলতা হিম-করা রক্ত-র বিষণ্ণতায় তাঁর শয্যা। তাও বিনিদ্র থেকে যায়। কবি-কল্পনায় মিথ এবং ইতিহাস যেন একাকার হয়ে যায়। অনন্ত আলোকে

ভেসে উঠবে কোন পুরাণ সদাগরের মকরমুখ ডিঙা! বিষণ্ণতা থেকে উঠে আসার এই যে অভীপ্সা তাও যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবুও 'অন্ধকারে, আলো জ্বাললো শরীর, যেন প্রেতযোনি'।

এই স্মৃতি-বিস্মৃতি, জীবন-জিজ্ঞাসা, রাত্রির শতেক যন্ত্রণা, অলীক যৌবন যেন থমকে দাঁড়ায়।

"রাত্রি প্রবীণ হলে
ধীরে ধীরে অলিতে, গলিতে নামে তরল জ্যোৎস্নার ঢল

যেন রূপসারিণী
মৃত্যুর ভিতর ছন্দ, অগ্নিশ্লোক, আর দীর্ঘ নক্ষত্রপথ পথ পার হয়ে

স্বপ্ন মাখে ডানায়
রক্তের ডানায় যেখানে ঘুমপালকের গাঢ় উপনিবেশ

যার নীচে এই চোখ
স্পর্শ করে শেষ প্রহরের সঙ্গহীন জলার অবসাদ,...."

(শোক পাথরের রাত)

অলিতে, গলিতে তরল জ্যোৎস্নার ঢল, তবু ভূমি থাকে অস্পষ্ট, অচেনা। এই ভূমিতেই বীজ থেকে শস্য, শস্য থেকে বীজ কিংবা গাছ থেকে মহিরুহ, আবার বীজ —এইভাবে জীবন পরিক্রমা। ভূমি মাতৃসমা, এই ভূমির সুষমায়, ভূমির গর্ভে জন্ম নেয় যে সন্তান, তাকে না চেনার যে যন্ত্রণা, নারীর যে দুই রূপ — ধুলোর সুষমায় জীবনের যে হাসিকান্না — জন্ম নিয়েও তাকে না জানার, তাকে না চেনার যে বেদনা, তার ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে ঢুকে পড়ে আত্ম-দীর্ণ কবির ভেতর। বৃক্ষের কাছে, সুবর্ণ ধুলোর কাছে তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা —

"ভূমি চিনিনি
ক্রমশঃ
দীর্ঘ হয়েছে ছায়া। তারই গর্ভে শস্যদল মেতেছে
পাঁকপূজায়। সেই শস্য আমি; বিফল ভূমিসন্তান। এতদিন
ঘুরেছি গ্রহণে। চন্দ্রগ্রহণ। মস্তিষ্ক বলেছে কেবল
অভিলাষী প্রেতিনীদের কথা। অথচ ভূমি মাতৃসমা। মা আমার
তোমার পদতলে খুঁজি। আজ খুঁজি ধুলোর সুষমা।"

(আনন্দকোল / চন্দ্রগ্রহণ)

কবির অন্তর্বিরোধ এবং জীবনের হাসিকান্না সহজভাবে গ্রহণ করবার বাস্তবতা, তা থেকে মুক্তিলাভের অভীপ্সা এক রোমান্টিক চেতনা থেকেই যেন উদ্ভূত হতে দেখি। অতীত ও বর্তমান সম্প্রসারিত হয়ে যায় বৃহত্তর আঙিনায়।

ভূমি, আকাশ, প্রকৃতি — সবই তো মায়ায় বাঁধা। আবার নতুন জীবনেরও প্রতীক। নারী তো প্রকৃতি। তাকে অবগাহন করেই তো স্তনশস্যের গান। জীবনের তুচ্ছতা, কাম-ক্রোধ, ভালবাসার যে প্রাত্যহিক জীবন তাকে দেখছেন ঃ

" ভূমির নাম যোজনগন্ধা,
বহুদূর আকাশের দিকে

যার নারীশরীর, ছড়ায় সুপক্কবাস।
ফলত আকাশ ভাঙতেই বৃষ্টির ফসল উৎসব, স্তনশস্যের গান
এই বীজমন্ত্র, মাতৃপূজা, মাটির ভিতরে গর্ভদান;"

(অন্নদাস)

কিন্তু এক জন্মভাগ্যরেখা সামনে এসে দাঁড়ায়। এক জন্ম ও মৃত্যুর ছবি আঁকা হয়ে যায় 'স্থির দর্পণে'। যে জীবন আত্মগরিমায় জেগে উঠেছিল, যে জীবন গর্ভমুক্তি থেকে পালাতে পারেনি, সঙ্গী হয়েছে মৃত্যু পর্যন্ত, যা এক অনন্ত নিদ্রার মধ্যে বুঝি জীবনকে স্পর্শ করতে চায়।

"তোমাকে পেয়েছি অনিবার্য, গর্ভমুক্তির অমূল্য শর্তের বিনিময়;
পালাতে পারিনি — জন্মভাগ্যরখা সম্মুখে দাঁড়িয়েছে
অলঙ্ঘনীয় এক গতিশীল পাথর হয়ে।
যদি বা কখনো সঙ্গী হয়েছে মৃত্যু, তবুও পশ্চাতে জন্মান্তর
এসব দুঃখ-সুখ তোমারই—
বিশালের মন্ত্র থেকে ফিরে আসে শরীর উত্তাপে।
অথচ শরীরেরা বোঝেনি তোমায়, বৃথা দর্প; অবশ্য ক্রন্দনমুখ
ভিজিয়েছে বারবার আত্মগরিমা, এই আমি —
একদিন
একসময়
এক মুহূর্তেই
হয়তো নিশ্চিত রক্তের শেষ; ভাবি, অনন্ত নিদ্রার কথা।"

(অবরুদ্ধ)

আর এক উজ্জ্বল পংক্তি দেখা যাক।

"১১ জুন ১৯৫৮ সাল
কাল শোক প্রসব, কাল জন্মতিথি, আরও একবার রমণী শরীর
আমাকে দেখায় আজ ফেলে আসা জ্যোৎস্নার এলোচুল প্রেম"

(ঋতু বদলের ভাষা)

এই বিশাল জীবন-বৃক্ষ-র তলায় যে 'সুবর্ণ ধুলো'—যা তাঁর চেতনার মূল —যারা তাঁকে ভূমিষ্ঠ দেখেছে, মাতৃস্তন্য দান করেছে —সেই প্রকৃতি, প্রকৃতি-রূপ নারী, আর তার কথাই জানাতে চান। মগ্নচৈতন্যের ধুলো দিয়ে গড়া সব কিছু একসময় যেন প্রতিমা হয়ে যায়।

'বলো বৃক্ষ, পাথরপ্রতিমায়' ☐ শুভব্রত চক্রবর্তী ☐ কবিপত্র প্রকাশ ☐ ২২ / বি, প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা - ২৬ ☐ মূল্য ১৫টাকা

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

উপাসনা

চন্দ্রের বিন্দু তুমি উপাসনা, অরক্তিম বীজের প্রদোষ—
ত্রিকোণবর্ষে মাত্রা-অতিরিক্ত তুমি,
গুণাতীত অমৃত অক্ষর।
অপার কাম তুমি অগ্নিপ্রভ, মেঘের সঞ্চার;
যজ্ঞবেদী উদ্ভাসিত, আজ রাতে ঘৃতাহুতি, সবার আহ্বান....

❑

কোথাও যাইনি আমি, সারারাত শুনে গেছি গান,
শুনে গেছি গাছেদের হোমতপ্ত শ্বাস, পতঙ্গের আত্মকথা, উরুর আঘ্রাণ।
আঘ্রাণ-ঘর্ষণে লাল শুষ্ক বনস্পতি, অগ্নিগর্ভ বর্ণমালা, সোম বৃষ্টিপাত।
দৃষদ্বতি নদী-তীরে সমুজ্জ্বল পিতামহী, চর্চিত মিনার

❑

সরস্বতী তীরেই আমি যাব, বারবার ফিরে ফিরে যাব।
এগোতে চাই বলে এইভাবে ফিরে ফিরে যাওয়া;
দেখে আসা যজ্ঞবেদীর ছাই, মানুষের দেবকল্প, নির্মাণ লোকায়ত, বরস্ত্রী বাহার।
নিভন্ত দীপের পাশে সংসক্ত অবাঞ্ছিত ঋষিপুত্র আমি,
সিন্ধুর সারস; ব্রীড়াবণত গনিকার, গনিকারাত্রির সৃষ্টিকর্তা,
তাহাদের অদ্বিতীয় কৌম স্বান্তনা.....

❑

যজ্ঞবেদীর অদ্ভুত সন্ধ্যা নেমে আসে ধরিত্রির ওপর
শিলায় পা ঠোকে অশ্বদল, যুদ্ধক্লান্ত তারা—
যৌথ রান্নাঘর থেকে ব্যঞ্জনগন্ধ ওঠে; মদোন্মত্তা রানীদের
চৌকাঠ পেরিয়ে লোথাল রমণী, পরিচারিকা ধূম্রবর্ণা,
অশ্বচরিতার্থতায় যায়, স্বাদ নেয়—
বহুরাত বাদে তার ব্রত উদ্‌যাপন।
ঋষি, যমান্তক মেধাতিথি; তখনও নিঃসঙ্গ তুমি,
বুনে চলেছিলে তমসার তন্তু দিয়ে ব্রহ্মবাক্য, শব্দের আলোকাভিসার—
উড়ে তো যাচ্ছিল ছায়া, দেবতার চিতাসজ্জা, সেমোদ্ধত বরুণ উল্লাস;
তবুও সংশ্লিষ্ট তুমি, কবি, লীলায়িত স্বপ্ন-মাধুরী
আর্যাবর্ত্তে না হলেও কলকাতার দুষ্টুমিচিহ্নে সুরাসঙ্গে একদিন
দুইজনে সারারাত জিজ্ঞাসা ছড়াবো।

জিজ্ঞাসা অতলান্ত, সভ্যতার এককোষী বীজ
সেই বীজে দীক্ষা তোমাদের, সিন্ধুতীরে উপবিত ধারণ,
অভৃণ তাপস।

❑

মোহনায় যাইনি কখনো, দেখিনি সমুদ্র ফেনিল
তবু কৃষ্ণসাগরের স্মৃতি কোষের ভিতর। সমুজ্জ্বল
সেই স্মৃতি; তৃণভূমি, হরিনের বল্গাহীন দল, পুরুষশাসন
আর আগুন—ঋত, মহোত্তম, সত্যকাম—সঙ্গেই এনেছি আমরা;
কৃষ্ণসাগর থেকে এ বায়ুর দেশে।
আগুন এখানেও ছিল, তা তো রন্ধনপ্রনালী মাত্র,
ঊর্দ্ধায়ন তাহাতে নেই; অগ্নি আমাদের সেতু, অজ্ঞান ভৌত
দেশে পরাশক্তি ক্রিয়া, মানুষের সহাবস্থান।

❑

আমাদের মুদ্রাগুলি চলে গেছে মাটির গভীরে,
মুদ্রাগুলি কিছু কিছু শূন্য-ভেদী, মূর্ত কলা, চিদাকাশে
বিদ্যুৎ-প্রকাশ.....

❑

সংলাপ সংকল্প ধ্যানে ধেনুর দোহন চলে
মন্থনদন্ডে জমে ওঠে সসাগরা প্রকৃতির ক্ষির,
অমৃত-মধুর তাপ।
তবু মৃত্যু; অনাস্বাদিত তমসার দুয়ারে শেষবিন্দু আগুনের
বিদায় সম্ভাষণ, অণৃত স্বপ্নের মতো,
অসম্বৃত মাতৃদেশ দেখে উদ্বেল কিশোর কামনার মতো প্রহেলিকা,
দ্বন্দ্বক্লিষ্ট পরাবাস্তব—
আমাদেরই দেহতাপ আমাদের ত্যাগ করে অন্তর্হিত হঠাৎ কোথায় ?
মৃতেরা কোথায় যায় ?
বিনিময়-যোগ্য সোমে মেলেনা উত্তর
ঋষিও বিচলিত হন—
কোথায় নৌকা মাঝি, ওদেশের বন্দর কোথায় ?
বাঁশঝাড়ে শৃগালেরা ডাকে, নিশাচর পাখি-ঠোঁটে
আবদ্ধ হয় নাকি সপিণীর ঘুম !

❑

মৃত্যু রহস্য এক, প্রথামুক্ত খনিজ অধ্যায়—
অদৃশ্য সেই দেশ মরুভূমে, পাহাড়ের ওপারে নাকি !
কিছুই জানিনা, ফিসফিস কথা বলে স্ফটিক অব্যয়,

কালব্যাপি মৃত্যুর সাগরে আমরাই দৃষ্টিহীন নাকি,
রীতিবদ্ধ বোধের কঙ্কাল!

❑

সরমার সন্তানদল বহুযুগ সহযাত্রী আমাদের—
ককেসীয় পর্বতমালা থেকে, ইউফ্রেটিস তীর ধরে আমাদের হাঁটা,
উড়ে চলা অশ্বপৃষ্ঠে চন্দ্রের নমুনা দেখে কতরাত,
কতভোরে শুকতারা নতুন।
তাঁবুর ভিতর থেকে কেঁদে ওঠে নবজাত আমাদের শিশু;
দিনভর শিকার উৎসব আজ, সোমরসে চিনে নেয়া ভ্রূমধ্য আগুন।
অশ্বিনীকুমারদ্বয় এসেছিল কালরাতে নাকি,
নাকি বহুরাত ধরেই তাহাদের অভিসার গোপন!
সহস্রধারা, প্রপাতের মতো অসুর-রমণীকে ডাকো,
আর্যশোণিতসৃষ্ট শিশুদেহে ঢুকে যাক অরণ্যকন্যার দুধ
জ্যামিতির গূঢ় সত্য, খোগারুড় পশুপতিনাথ—

❑

মন ও শরীর নিয়ে আমাদের ভীষণ বিবাদ; কে কাকে চালায়?
শব্দের শঙ্কায় ভাঙে উদ্বায়ী ধাতুকণা, আয়ন-আয়ুধ।
জয় নিয়ে সংশয় নেই আমাদের; ইন্দ্রের সাহায্য আছে,
সমৃদ্ধ ধনু আছে, আছে মন্ত্রপূত অস্ত্রসম্ভার—
উচ্চ তরঙ্গের দ্রোহে ভেঙে যাবে বৃতের দুর্গ আর নগর প্রাকার।
সংশয় আমাদের জয়ের পরাবস্থা নিয়ে,
হবির অংশভাক, তুরীয় প্রমাদ নিয়ে।
জমদগ্ন প্রার্থনাসূত্রে দূরে গেছে তমসার শ্রেণী;
তমসা এখনো তবু আমাদের মনে,
ছন্দপতন আর বিবাহ বন্ধনে—
পরিণয় বিবাহ নয়, এ এক কৃত্রিমতা কবি
শস্য ও পশুকূলে বিবাহ-জড়তা নেই,
বিবাহের নবতত্ত্ব এ সৌর-সমাজে গুহার গভীরে ছিল
কিভাবে জাগালেন তাকে ভূয়োদর্শী অঙ্গিরস ঋষি?

❑

একটি ডিমের ভাসা সারাদিন শোণিত নদীতে
বীরপত্নী হবে বলে সংসক্ত, বীরের প্রাসাদে আত্মবলিদান;
ঝিল্লিপুষ্পে শুয়ে তারপর, স্বপ্ন নয় গান নয়, মরন তাহার।
অবিকল মানুষ-সম্ভাবনা অনির্দিষ্ট কাল ধরে অপেক্ষা করে থাকে
আধাআধি পুরুষ ও নারীতে,

এ এক অদ্ভুত ধাঁধা—
অস্ফুরিত অযুত সম্ভাবনা, যারা বিনষ্ট, অপ্রতিম
তাহাদের কবর কোথায়?
তাহারা কোথায় যায়,
তাহাদের জন্য কি আছে অন্য পরলোক?
মৃত্যুঞ্জয় ধাঁধা সব, অলৌকিক কায়া নিয়ে রাতের সরণীতে ঘোরে,
কাউকে জড়িয়ে ধরে সাপের মতন,
তারপর পথভ্রষ্ট নাবিক সেজন অন্বেষনে অতিব্যস্ত,
ভুলে যায় অন্নের স্বাদ, নিতম্বিনী মায়া।
খোঁজে; খুঁজে ফেরে উত্তর,
খুঁজতে খুঁজতে জ্বলন্ত ঋষির প্রত্যয়, একদিন প্রশ্ন হয়ে যায়।

❑

খাদ্য ও বস্ত্র নিয়ে আমাদের নিত্যচিন্তা আছে,
দুশ্চিন্তা আছে আমাদের ঘর নিয়ে, রোগ নিয়ে,
শত্রুর ছলনা নিয়ে, যৌনতা ক্ষয় নিয়ে;
তবু শেষরাতে খণ্ডিত চন্দ্রমা দেখে আমরাও স্তম্ভিত হই,
পুরুষাঙ্গ হয়ে যায় অদৃশ্য কলম।
ঘরের বাহিরে আসি, নিভন্ত যজ্ঞাগ্নির পাশে
কাঠকয়লা নিয়ে শুরু হয় ধাঁধাকে জোড়ার অঙ্ক—
জীবদেশে আমাদেরই প্রথম প্রয়াস;
যুগযুগ ধরে গৃহসুখ ভ্রষ্ট আমরা, গনিতের সম্মোহনে
অলক্ত পাথর।
পদার্থ শক্তি দাও, চক্রহীন এই দেশে পুরাণ কুয়াশা ছিঁড়ে
আমরাই বিজ্ঞান জাগাবো।

❑

ফিরে এলো অশ্বমেধ ঘোড়া, তাহাকে বরণ করো,
বাদ্যে সংগীতে লাস্যে ভরে যাক, অম্লাণ সকাল—
অনার্য-অজ্ঞানজয়ী ওই বিচিত্রবীর্য, রাজেন্দ্রানী-আরাধ্য তনু,
প্রদীপ্ত পৌরুষ; উহাকে সজ্জিত করো, বরমাল্য দাও।
অশ্ব, আমাদের বীরত্বের প্রভা, অমল আকাশ ভাপ,
রোগ তাপ জয় ক'রে আমাদের আয়ু দেয়, বল দেয়,
দেয় শৌর্য প্রতাপ—
মহার্ঘ্য অগ্নি ধ্যানে, তার সাথে অদ্ভুত মিলনে
রানী আজ সম্পূর্ণা হবে, সমৃদ্ধ হবে মানবতা—
তারপর তার শক্তি তারই বীর্য আমরা ভাগ করে খাব
যক্ষরা অতিথি হবে, ভরে যাবে সুবর্ণ থামার;

সাজবে অশ্বশালা, বৃহৎ মহান—
আর্য আমরা, অর্ধেক পৃথিবী মাড়িয়েও পরাজয় দেখিনি কখনো;
অজ্ঞান রোগ ভয়, যাদুমন্ত্র, প্রবল প্লাবন
সবকিছু জয় করে, মেঘদল দোহন করে প্রাণের সম্পূর্ণতা, নতুন সকাল।
বাজাও তূর্য; ঊষাকালে সপ্ত নদীর তীরে, সবখানে,
প্রতিস্পর্ধী মন্ত্রের উদ্দীপন, পতাকা উড্ডিন হোক—
মিত্র, পবন আর বিষ্ণুপ্রদেশে, সবখানে,
যজ্ঞের ছন্দ তার সুষমা ঝরাক....
□
চন্দ্রের বিন্দু তুমি উপাসনা, অরক্তিম বীজের প্রদোষ—
বসুন্ধরার সৌন্দর্য চাও যদি, মানুষকে ঐশ্বর্য দাও,
মেধার সাগরে তোলো ভীষন তুফান—
ডুবে যাক সংস্কার, উড়ে পুড়ে যাক ছবি, ভেসে যাক গড্ডালিকা
প্রমাদ সন্তাপ।
আমাদের বীর্য দাও, বীর্য দাও বিজ্ঞানী-ঋষির প্রাণে;
সভ্যতার উর্দ্ধায়ন হোক,
পত্রপুষ্পদলে ভরে যাক অশোক উদ্ভিদ, সর্বব্যপ্ত প্রাণের আরাম হোক।
□
রাত্রিপারের জন্য বহুরাত্রি যাত্রা আমাদের;
ভ্রষ্ট সন্ন্যাসী নয়, আমাদের উদ্ধার মানবের সর্বব্যপ্ত প্রেমে—
জীবনের সঙ্গে ছেলেখেলা আমাদের,
জীবনকে হাতের তালুতে রাখা আমলকবৎ,
যতির অভ্যাস
সপ্তনদীর জলে প্রতিদিন পুন্যস্নান,
প্রতিদিন আমাদের জয় করা, বেড়ে ওঠা,
হয়ে ওঠা মানুষ অক্ষয়
দর্শন শিল্প প্রেম যৌনতা বিজ্ঞান—সব নিয়ে,
সবকিছু বোধ ও প্রজ্ঞায় নিয়ে, আমাদের জয়যাত্রা
পৃথিবীতে পুষ্পবৃষ্টি, অবিরত নতুন সকাল...

Anarjyo Sahitya. New Edition. 5 May, 1999. Rs 8.00

এক অনবদ্য গদ্যের জনক

অভিজিত ~~অভিজাত~~ রায়ের চতুর্থ উপন্যাস

যোজন ভাইরাস

শহর ☐ ধানবাদ

বাংলা কবিতাকে অন্যতর মাত্রা দেয়

যে কাব্যগ্রন্থ

সালভাদোর দালির নীল

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

কবিতীর্থ ☐ ২০ টাকা

আশির প্রজ্ঞাবান কবি

শুভব্রত চক্রবর্তীর

অনুপম কাব্যগ্রন্থ

বলো বৃক্ষ, পাথরপাত্রিমায়

পঁশিচে বৈশাখের কবিতা ☐ ২০ টাকা

প্রকাশক ঃ
দেবযানী মুখোপাধ্যায়
'জয়া'
২৬২ ডি/১, বাঙ্গুর এ্যাভিনিউ
ব্লক – এ, কলকাতা ৭০০ ০৫৫

লেজার কম্পোজ ঃ
শিবশক্তি লেজার
১, ঠাকুরপুকুর রোড,
রঙ্গনাথপুর
কলকাতা ৭০০ ০৬৩